সংবাদ

তারিখ 9 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

উপকূলে সাইক্লোন সেন্টারের আদলে তৈরি হচ্ছে ৮শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নিখিল ভদ্র

উপকূলীয় এলাকায় সাড়ে ৮শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনকে সাইক্লোন সেন্টারের আদলে তৈরি করা হবে। এব্যাপারে বিদেশী সহায়তা চাওয়া হয়েছে। প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে পর উপকূলীয় এলাকায় আশ্রয় কেন্দ্রের স্বল্পতার বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসায় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা পাওয়া সহজ হবে বলে সরকার আশা করছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দুর্যোগে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দেশের উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হলেও অপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। গত প্রায় আড়াই হাজার আশ্রয় প্রতিটিতে ১ হাজার করে লোক আশ্রয় নিলেও ১ কোটি ১৬ লাখ লোক বিপদের মুখে থাকে। তাছাড়া অযত্ন-অবহেলার কারণে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো অধিকাংশ সময় থাকে ব্যবহার অনুপযোগী। এরপর এ ঘূর্ণিঝড় সিডর মোকাবেলা করে অধিকাংশ আশ্রয় কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বেশির ভাগ ভবন মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় তা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। এছাড়া বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ এবং শক্তিশালী নৌযানের অভাবে উপকূলের দুর্গম এলাকা থেকে এই সকল আশ্রয় কেন্দ্রে লোকজনকে সরিয়ে আনা কঠিন হয়ে

উপকূল : পৃঃ ২ কঃ ৪

উপকূল : সাইক্লোন সেন্টার

(১২ পৃষ্ঠার পর)

দাঁড়ায়। গত ১৫ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনার পর এই বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে।

এদিকে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী ১৭ জেলার ৫৮২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে বরগুনায় ৫ উপজেলার ৪টি কলেজ, ৬০টি স্কুল এবং ৬০টি মাদ্রাসা, পটুয়াখালী জেলার ৭ উপজেলায় ৬টি কলেজ, ৮১টি স্কুল, ৭৯টি মাদ্রাসা, বাগেরহাট জেলার ৯ উপজেলায় ১টি কলেজ, ২০টি স্কুল, ১৮টি মাদ্রাসা, ভোলার ৭ উপজেলায় ১টি কলেজ, ২১টি স্কুল, ৪০টি মাদ্রাসা, পিরোজপুর জেলার ৭ উপজেলায় ১টি কলেজ, ২৬টি স্কুল, ৩টি মাদ্রাসা, ফরিদপুর জেলার ৩ উপজেলার ৩টি স্কুল এবং ৩টি কলেজ, মাদারীপুর জেলার ৪ উপজেলায় ১টি কলেজ, ১৭টি স্কুল, ৮টি মাদ্রাসা, শরীয়তপুরে ৫টি স্কুল, সাতক্ষীরায় ১টি স্কুল, ঝালকাঠিতে ৫টি স্কুল, নড়াইলে ১টি স্কুল ও ১টি মাদ্রাসা, লক্ষ্মীপুরে ১টি স্কুল এবং চাঁদপুরে ১টি মাদ্রাসা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। আর কলেজ-স্কুল-মাদ্রাসা মিলিয়ে বরিশালে ৫৬৫টি, বরগুনায় ৩২৪টি, পটুয়াখালীতে ৪২৬টি, বাগেরহাটে ৩৮৯টি, ভোলায় ২৬৩টি, খুলনায় ২৩টি, পিরোজপুরে ২৮৩টি, ফরিদপুরে ২৬৮টি, মাদারীপুরে ১২১টি, গোপালগঞ্জে ৮২টি, শরীয়তপুরে ১০৩টি, সাতক্ষীরায় ৬৩টি, ঝালকাঠিতে ১৭টি, যশোরে ১৫টি, নড়াইলে ১৮টি, মেহেরপুরে ১১টি, নারায়ণগঞ্জে ২২টি, লক্ষ্মীপুরে ৫৩টি, চাঁদপুরে ৬১টি, কুমিল্লায় ৪৪টি, মাগুরায় ৯টিসহ ৩ হাজার ৫৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছে।

উপকূলীয় এলাকায় সাইক্লোন সেন্টার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে গত ২৭নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় উপকূলবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাইক্লোন শেল্টার কাম একাডেমিক ভবন হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ওই সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘূর্ণিবিধ্বস্ত ৫৮২টি এবং অন্য ২৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাইক্লোন শেল্টার কাম একাডেমিক ভবন (টয়লেট-বারান্দাসহ) হিসাবে নির্মাণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেড় হাজার কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয় ধরে দাতা সংস্থাসমূহের কাছে অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়েছে। এই কাজ শেষ হলে মানুষ জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার সময় 'মিনি মোন' হিসেবে সেগুলো ব্যবহারের সুবিধা পাবে। এতে দুর্যোগে প্রাণ ও সম্পদহানি কমে আসবে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, উপকূলবর্তী জেলা-উপজেলায় বিভিন্ন সময় বন্যা, জলোচ্ছ্বাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত হয়। বারবার এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ-পুনর্নির্মাণে সরকারকে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ ও সংস্কারে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমুদ্র উপকূলবর্তী কলেজ স্কুল ও মাদ্রাসাকে সাইক্লোন শেল্টার কাম একাডেমিক ভবন হিসেবে মজবুত করে নির্মাণ করা গেলে তা অনেকটাই সাশ্রয়ী হবে। যে বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে চলতি বছরেই এ নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে সরকার আশা করছে।